Smart Bangladesh Paragraph for HSC

As the next stage of growth following Digital Bangladesh, the government of Bangladesh has set a goal to create a nation that is technologically advanced, innovative, and welcoming to all people by the year 2041. This nation will be referred to as "Smart Bangladesh." The Smart Bangladesh Task Force, which was just recently established, is the one in charge of guiding this vision. The construction of smart citizens, smart economies, smart societies, and smart governments are the four basic pillars upon which it is carried. On the front of the citizenry, the emphasis is placed on boosting digital access, literacy, and the development of skills across all socioeconomic groups. Through this, individuals are given the ability to actively participate in the intelligent economy, which makes use of emerging technologies such as artificial intelligence, cloud computing, internet of things, and big data to alter priority areas such as education, healthcare, as well as agriculture and finance. Connectivity at ultra-high speeds, also known as 5G, will make revolutionary solutions possible. In addition, it is essential to foster trained workforces and environmental protection in order to promote sustainable industrialization in accordance with the Fourth Industrial Revolution. The Smart Economy will institutionalise equal chances for businesses of all sizes to compete, collaborate, and thrive in the digital environment. These opportunities will be made available to all firms. Increased living conditions for inhabitants are one of the goals of the Smart Society pillar, which is accomplished through the strategic planning and management of urban infrastructure, such as smart cities and villages. Consequently, this improves the delivery of citizen services such as security, transportation, connectivity, and maintenance of utility supplies. When it comes to administration, the term "Smart Government" refers to the implementation of complete digitization policies that result in enhanced transparency, efficiency, and data security in governance. Bangladesh's goal is to become one of the top three emerging economies in Asia by the year 2041. This will be accomplished by coordinating actions across these four pillars, which will allow the country to become a knowledge-based society that is digitally empowered. A significant difference between Smart Bangladesh and Digital Bangladesh is that the latter focuses primarily on widespread connectivity and availability, whereas Smart Bangladesh envisions futuristic solutions in a variety of fields.

এইচএসসির জন্য প্যারাগ্রাফ স্মার্ট বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ অনুসরণ করে প্রবৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায় হিসেবে, বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত, উদ্ভাবনী এবং সকল মানুষের জন্য স্বাগত জানাতে পারে এমন একটি জাতি গঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই জাতিকে "স্মার্ট বাংলাদেশ" হিসেবে উল্লেখ করা হবে। " স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্স, যেটি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই ভিশনটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট সরকার গঠন চারটি মৌলিক স্তম্ভ

যার উপর এটি বহন করা হয়। নাগরিকদের সামনে, সমস্ত আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীতে ডিজিটাল অ্যাক্সেস, সাক্ষরতা এবং দক্ষতা বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে, ব্যক্তিদের বুদ্ধিমান অর্থনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংসের মতো উদীয়মান প্রযুক্তি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সেইসাথে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে পরিবর্তন করতে বড় ডেটা ব্যবহার করে। কৃষি এবং অর্থ। অতি-উচ্চ গতিতে সংযোগ, যা 5G নামেও পরিচিত, বিপ্লবী সমাধানগুলিকে সম্ভব করবে। উপরন্তু, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অনুসারে টেকসই শিল্পায়নকে উন্নীত করার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী এবং পরিবেশগত সুরক্ষা পালন করা অপরিহার্য। স্মার্ট ইকোনমি ডিজিটাল পরিবেশে প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা এবং উন্নতির জন্য সকল আকারের ব্যবসার জন্য সমান সুযোগকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তুলবে। এই সুযোগগুলি সমস্ত সংস্থার জন্য উপলব্ধ করা হবে। বাসিন্দাদের জন্য বর্ধিত জীবনযাত্রা স্মার্ট সোসাইটির স্তম্ভের অন্যতম লক্ষ্য, যা কৌশলগত পরিকল্পনা এবং শহুরে অবকাঠামো যেমন স্মার্ট শহর এবং গ্রামের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফলস্বরূপ, এটি নিরাপত্তা, পরিবহন, সংযোগ এবং ইউটিলিটি সরবরাহের রক্ষণাবেক্ষণের মতো নাগরিক পরিষেবাগুলির সরবরাহকে উন্নত করে। যখন প্রশাসনের কথা আসে, তখন "স্মার্ট গভর্নমেন্ট" শব্দটি সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশন নীতির বাস্তবায়নকে বোঝায় যার ফলে শাসনে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং ডেটা নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে এশিয়ার শীর্ষ তিনটি উদীয়মান অর্থনীতির একটিতে পরিণত হওয়া। এই চারটি স্তম্ভের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করা হবে, যা দেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পরিণত করতে দেবে যা ডিজিটালভাবে ক্ষমতায়িত হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল যে পরেরটি মূলত বিস্তৃত সংযোগ এবং প্রাপ্যতার উপর ফোকাস করে, যেখানে স্মার্ট বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যত সমাধানের কল্পনা করে।